ছবি-আঁকা

১

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত।
নোটিফিকেশন, টি. বি ৩। তারিখ—১৭।৪।৫৯

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা
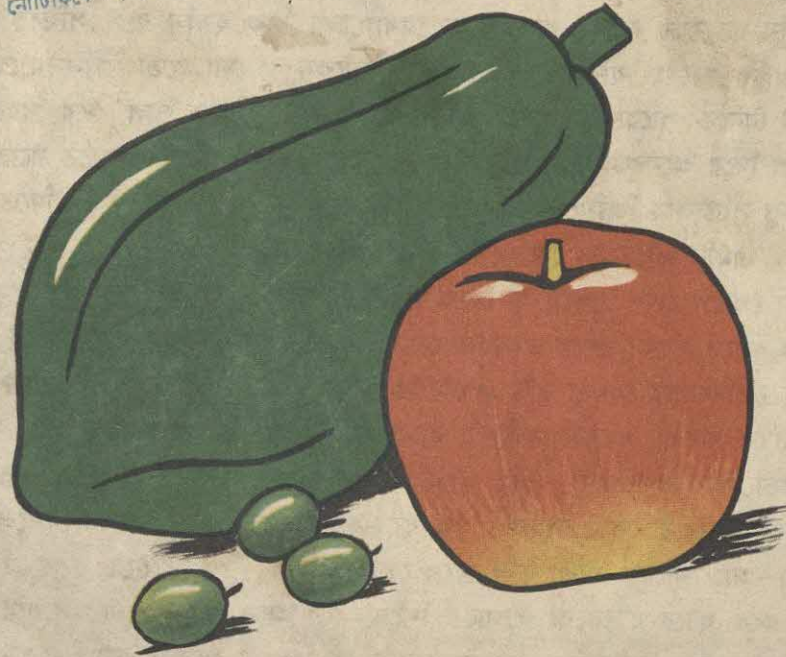
খুব সুন্দর সুন্দর ছবি দেখতে নিশ্চয়ই তোমরা ভালবাস, আর অমনি ছবি নিজে হাতে আঁকতেও নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু প্রথমেই তো সবরকমের ছবি-আঁকা শেখা চলে না। প্রথমে যে সব জিনিস বেশী ভাল লাগে, যেমন ধরো ফল, ফুল—তার ছবি আঁকাই সুবিধে। কারণ ওসব জিনিস খুব চেনা-শোনা কিনা।

এখন একটা মজার কথা বলি শোন,—তুমি যদি খুব সুন্দর করে কয়েকটিমাত্র রেখা টানতে পারো,—তাহলে পৃথিবীর প্রায় সব জিনিসেরই একটা রেখাচিত্র এঁকে ফেলতে পারবে। ডানদিকের পাতাতে তেমন কয়েকটা রেখা দেখিয়ে দিলাম। প্রথমে ওর উপর কাগজ রেখে ছেপে আঁকো, তারপর দেখে দেখে অন্য কাগজে আঁকো। বারকয়েক এমনি করলেই দেখবে, খুব সহজেই সুন্দর রেখা আঁকতে পারছ। তারপর যখন দেখবে তুমি অমনি যে কোনও একটা রেখা একটানে আঁকতে পারো, তখন আর কি, আঁকো না কেন যত খুশী আম, কাঁঠাল, ফুল, পাতা, গরু, ভেড়া। ছবি দেখে না এঁকে, তখন জিনিস দেখেও আঁকতে পারবে।

এমনি রেখা আঁকতে শেখার আগেও তোমরা ছবি আঁকতে, সেগুলো চারের পাতার মতো হোত, কি বল? ওগুলো দেখেও কোন্‌টা কিসের ছবি তা বেশ বোঝা যায়, শুধু রেখাগুলো ঠিক হয়নি বলে সত্যিকার জিনিসের মতো দেখায় না।

কেন দেখায় না জানো,—যাঁরা ভাল ভাল ছবি আঁকেন, তাঁদের মতো জিনিসগুলো তুমিও ঠিকই দেখতে পাও, কিন্তু যেমনটি দেখো ঠিক তেমন রেখাটি টানতে পারো না বলেই অমনি হ'য়ে যায়। কিন্তু ভাল করে সবরকমের রেখা আঁকতে শিখলে, ঐ ছবিগুলোকেই একটু আধটু বদ্‌লে দিয়ে অনেকটা ভাল ছবি করতে পারবে, যেমন পাঁচের পাতাতে রয়েছে।

, এখনও কিন্তু সত্যিকার জিনিসের মতো দেখাচ্ছে না। খুব ভাল করে রেখা দিতে পারলে তুমিই ঐ ছবিটাকে বদ্‌লে বদ্‌লে চমৎকার ছবি করতে পারবে। এমনি ভাবে সব জিনিসের ছবিই আঁকা যায়।

ধরো একটা পেঁপে দেখে প্রথমে যা হোক একটা আঁকলে, সেটা যদি পেঁপের মতো ঠিক না-ও দেখায়, ভাবনার কিছু নেই, ধীরে ধীরে ওর রেখাগুলো ঠিক করতে থাকো, শেষে একসময় দেখবে, সাতের পাতার পেঁপেটার মতো তোমার ছবিটাও ঠিক পেঁপে হয়ে গেছে।

কিন্তু শুধু পেন্সিলের রেখায় ছবি এঁকে কি আর দেখতে ভাল লাগে, না মজা হয়! কাজেই বাবাকে বলে কিনে নাও মাত্র আটটা রং—লাল, নীল, হল্‌দে, কমলা, সবুজ, বেগুনী, কালো আর সাদা। লাগাও মজা করে পেন্সিলে আঁকা ছবির উপর।

আরও একটা মজা কি জানো,—তুমি আটটা রং না কিনে শুধু লাল, নীল, হল্‌দে, কালো, আর সাদা এই পাঁচটা রং কিনেই তাই মিশিয়ে মিশিয়ে সবক'টা রং-ই পেতে পারো। কি করে পাবে সেটা তিনের পাতা দেখলেই বুঝতে পারবে।

মনে রেখো—আজ যাঁদের আঁকা ছবি দেখে তোমার আঁকা শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে, তাঁরা সবাই তোমাদের মতো ছেলেবেলায়, এমনি রেখা আঁকা থেকে শুরু করে, ধীরে ধীরে রং লাগাতে শিখে, তবে আজ অমন সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

তোমরা হয়ত বলবে—ভবিষ্যতে তোমরা সবাই যে শিল্পী হবে তা নয়। কেউ ডাক্তার, কেউ এনজিনিয়ার, কেউ বৈজ্ঞানিক আবার কেউ বা হয়তো হবে মস্ত বড় কারিগর। কিন্তু মনে রেখো যে কাজই করো একটু ছবি আঁকা তোমাদের সব কিছুতেই দরকার হবে। সেই জন্যেই চিত্র আঁকার কায়দাকানুনগুলো শিখে নিলে আর কখনো কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না।
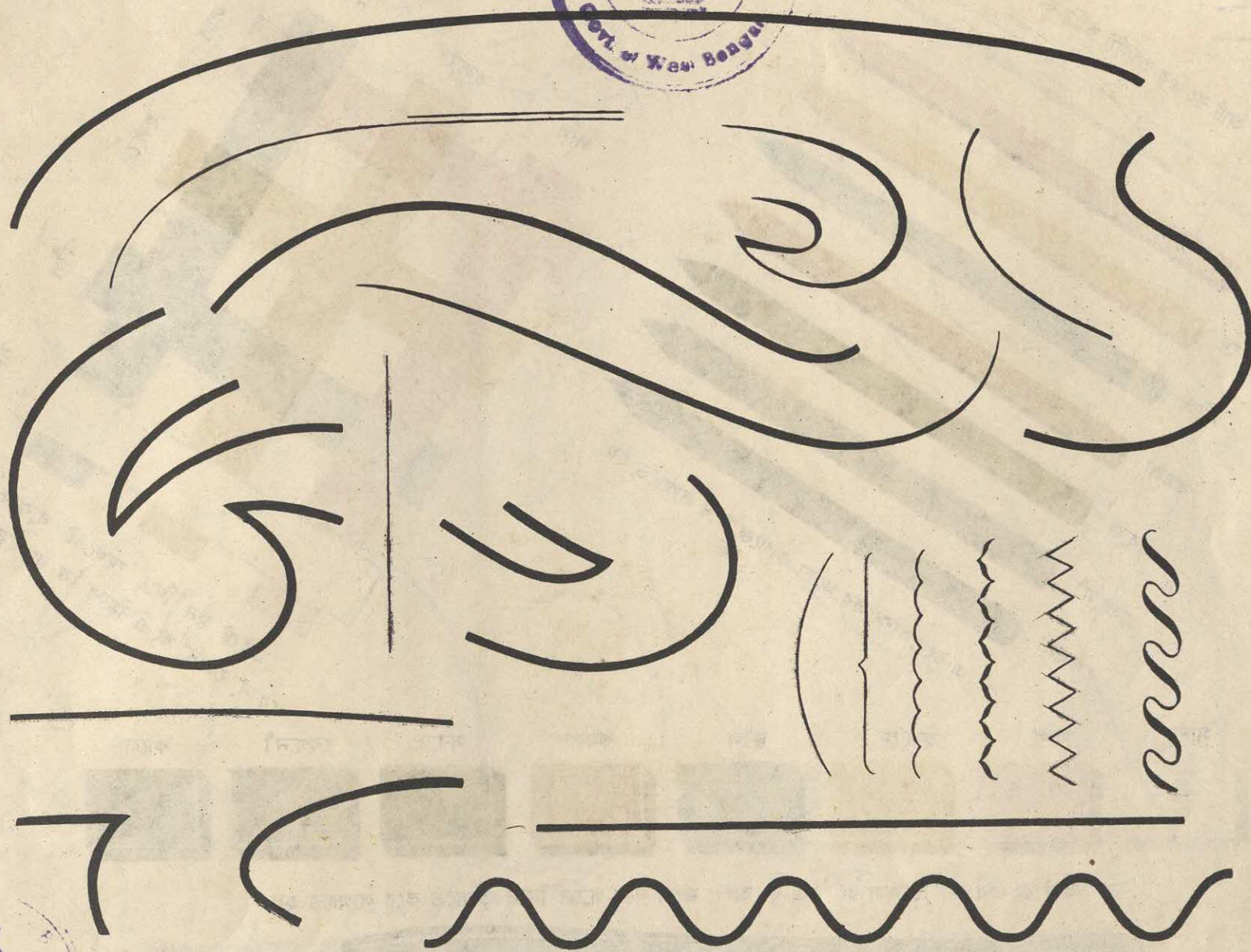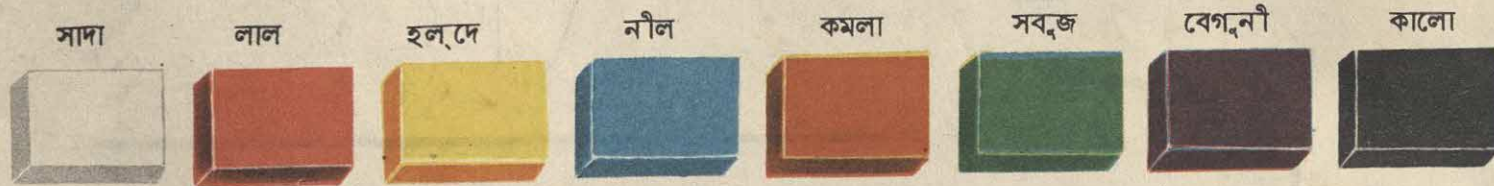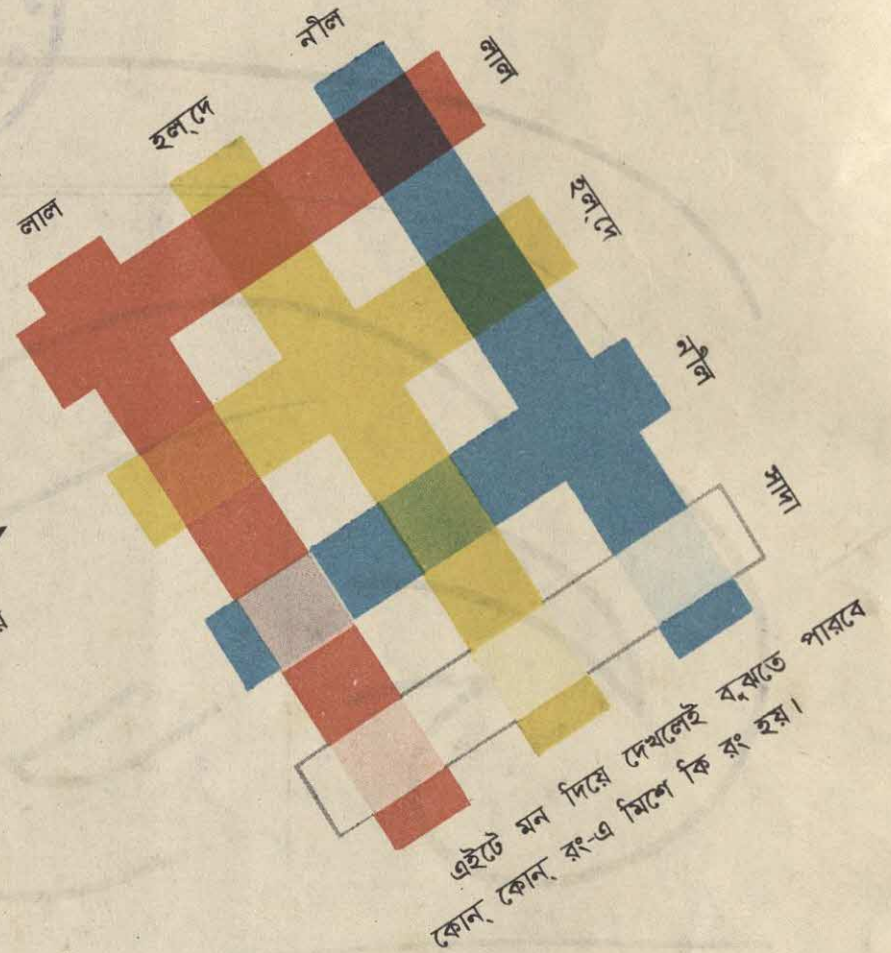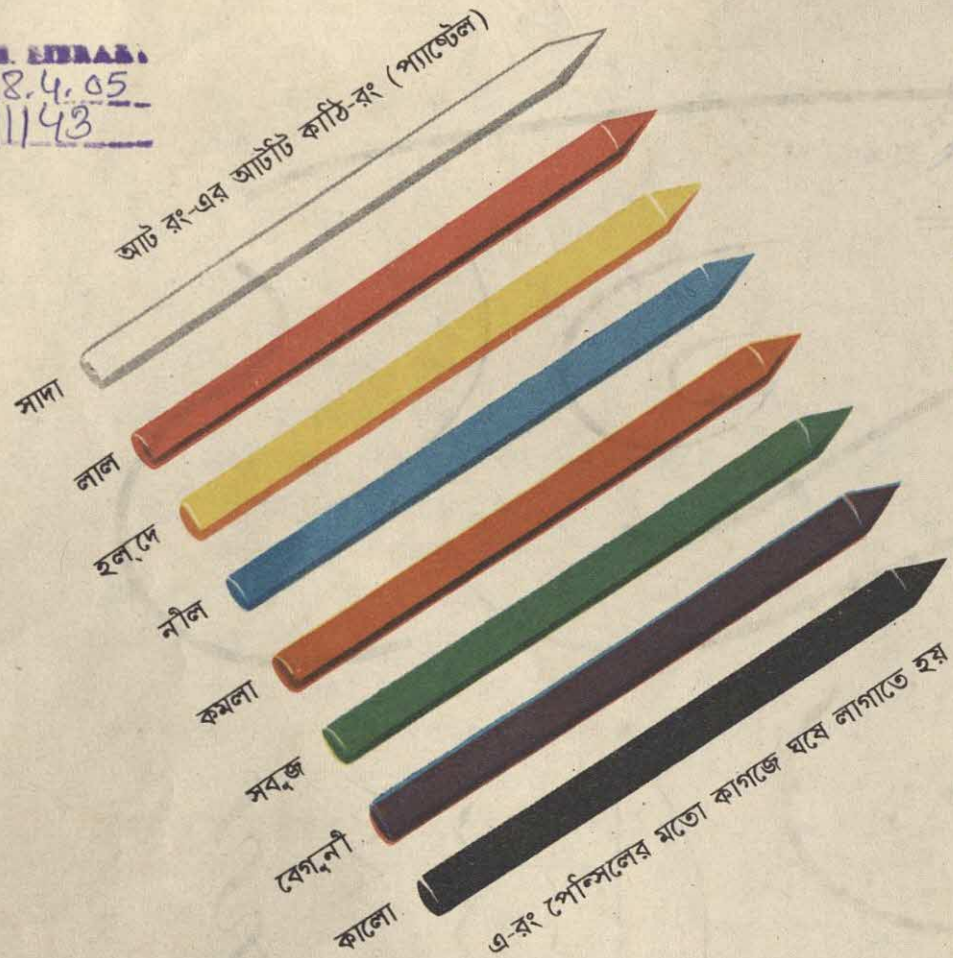
আট রং-এর আটটি জল-রং। এ-রং অল্প জলে ঘষে গুলে নিয়ে তুলিতে করে লাগাতে হয়।

তুলি
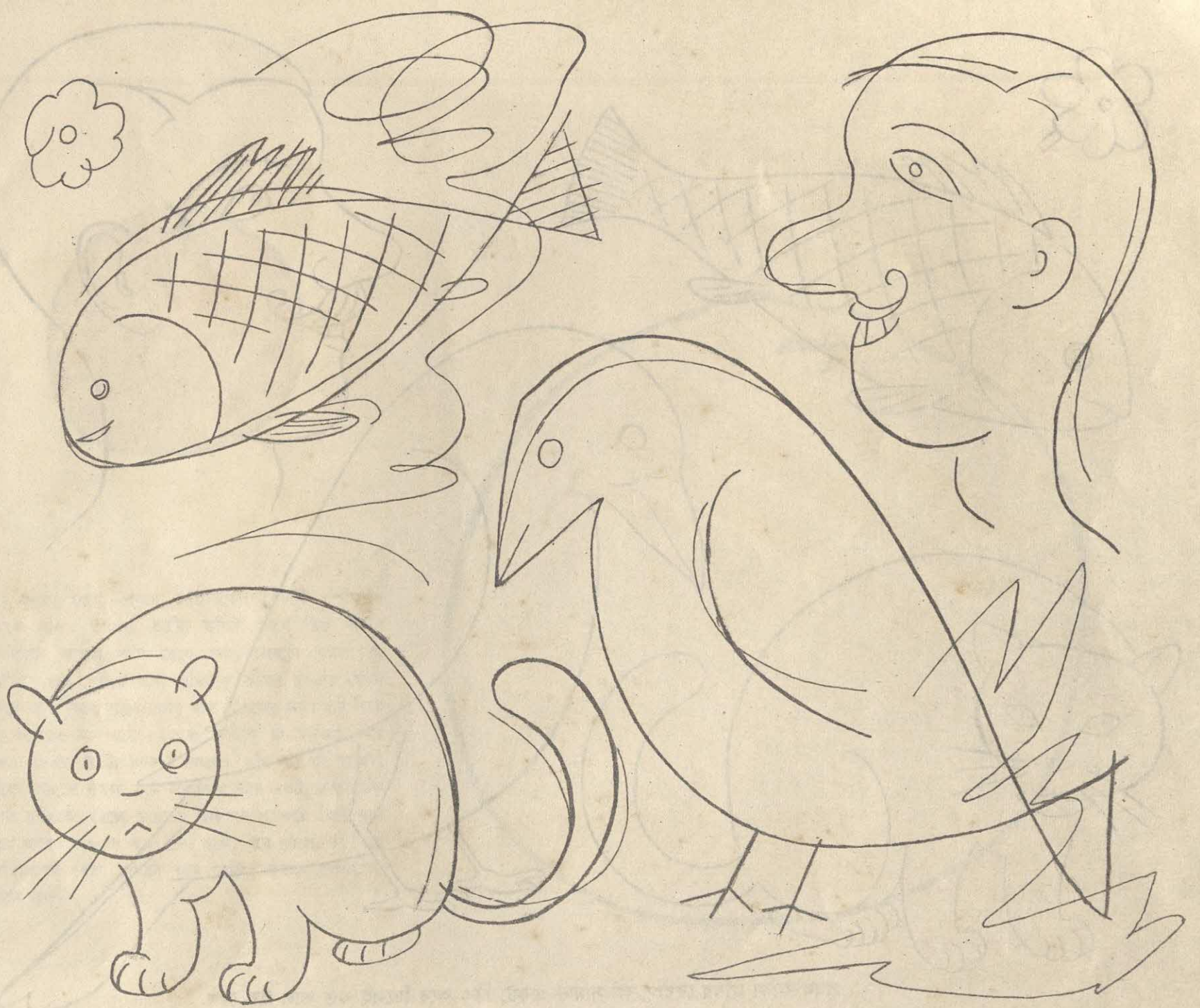
যে ধরনের ছবি তোমরা রেখা আঁকতে শেখার আগে আঁকতে
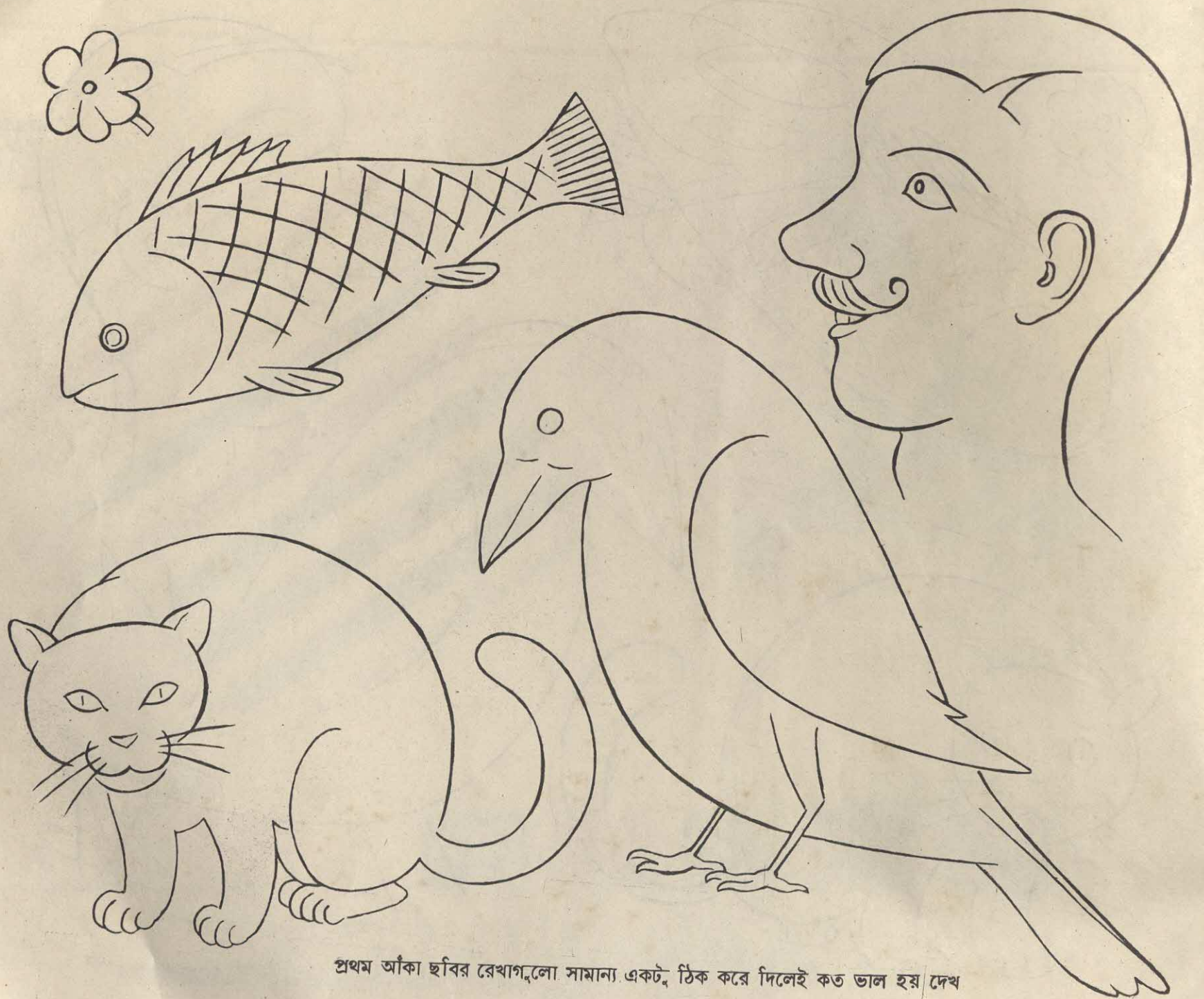
প্রথম আঁকা ছবির রেখাগুলো সামান্য একটু ঠিক করে দিলেই কত ভাল হয় দেখ
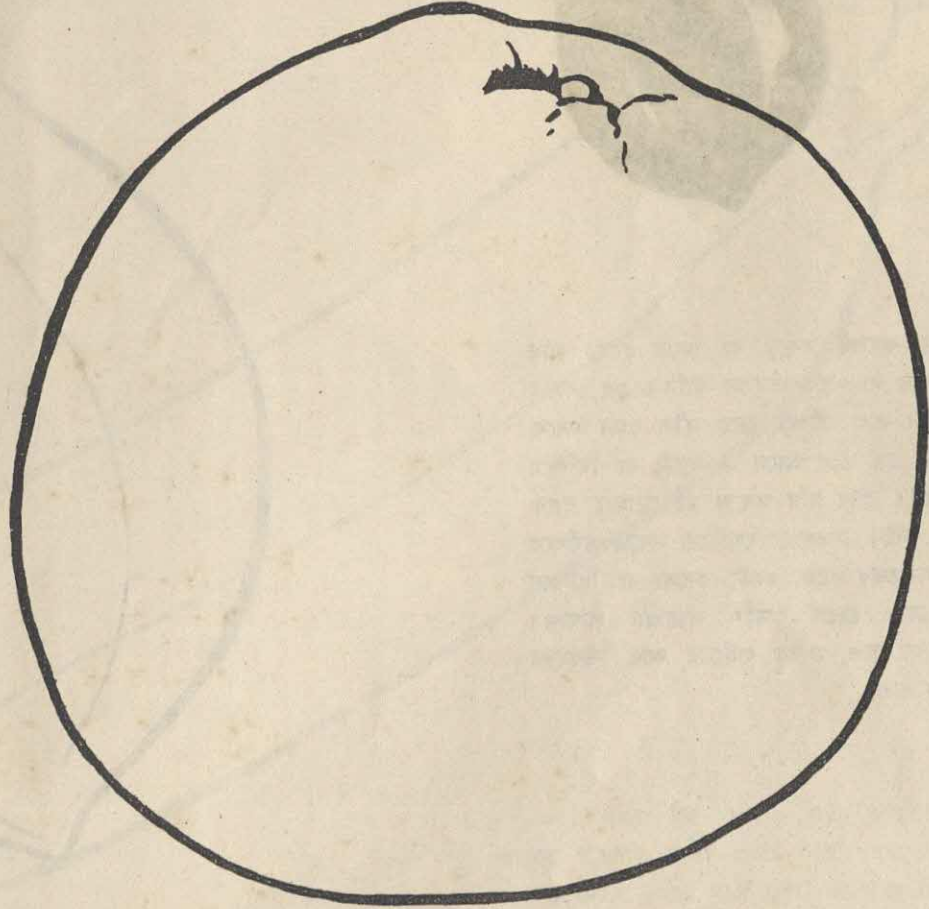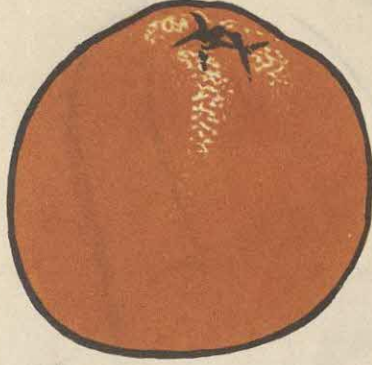
কমলা লেবু—প্রথমে চারিদিকের রেখাটি পেন্সিলে এ'কে নাও। তারপর রঙীন ছবিটা দেখে ঠিক অমনি খানিকটা জায়গা সাদা রেখে সমস্ত লেবুটা কমলা রং মাখিয়ে দাও। পরে সাদা ফাঁকটুকু কমলা রং-এর ফোঁটা দিয়ে ভর্তি করে দাও। আর যদি কাগজের সাদা বাদ দিয়ে রং লাগাতে না পারো তাহলে সবটুকু রং মাখিয়ে পরে সাদা রং-এর ফোঁটা দিলেও চলবে। যদি জল-রং ব্যবহার করো, তাহলে কমলা রংটা লাগাবার সময় একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ো, নৈলে জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে বিশ্রী দাগ ধরে যাবে। রং-এর কাজ শেষ হলে, পরে কালো রং দিয়ে চারিদিকের মোটা রেখাটা আর বোঁটার কাছের দাগগুলো টেনে দাও।

কাঁচা পেঁপে—কাজেই সবুজ রং দিতে হবে। যদি সবুজ রংটা তোমার না থাকে তাহলে কাঠি-রংএর বেলায় প্রথমে হলদে রংটা ঘষে লাগিয়ে পরে নীল রংটা ঘষবে, আর যদি জল-রং হয় তবে আগে ঐ দুটো রং মিশিয়ে নেবে একটা প্লেটে। আর যদি সবুজ রং তোমার থাকে তবে তো কথাই নেই। সমস্ত পেঁপেটাতে সবুজ মাখিয়ে শুকিয়ে গেলে সবুজের সঙ্গে একটু কালো রং মিশিয়ে রঙীন ছবিটা দেখে দেখে অমনি জায়গায় লাগাও। এর পর সাদা রং দাও, শেষে বাইরের আর ভিতরের কালো দাগগুলো দাও।
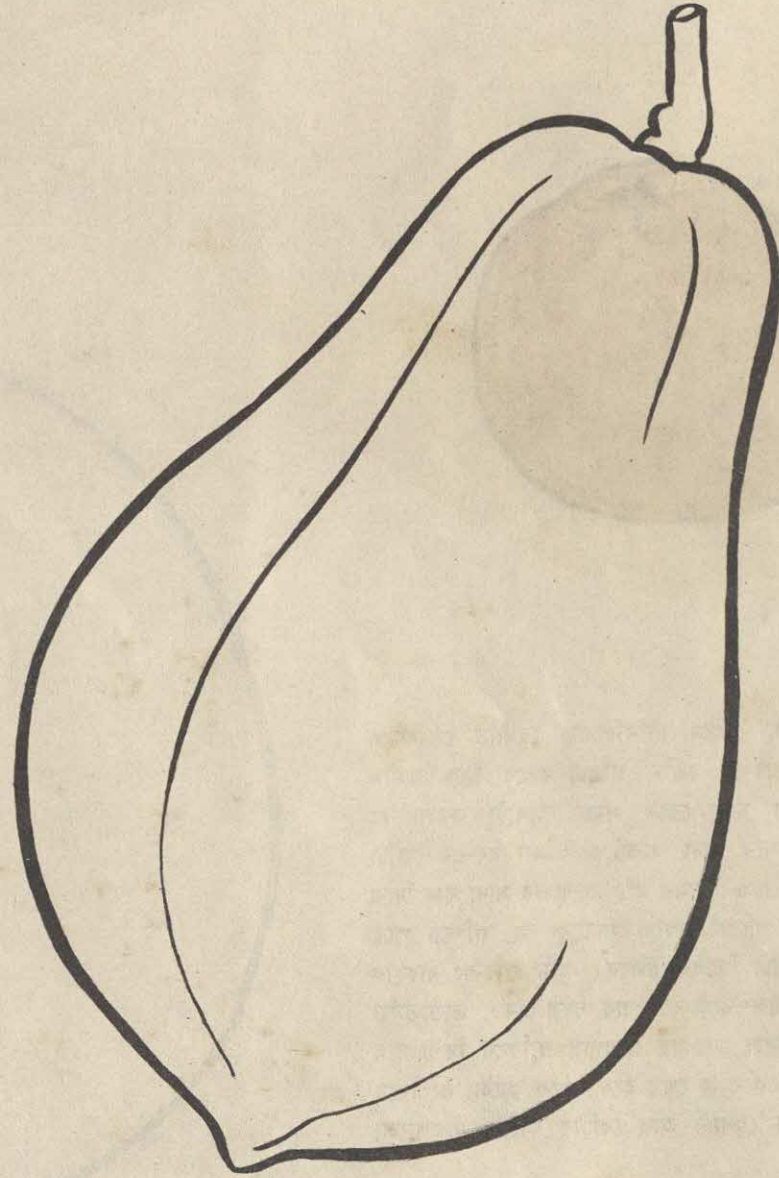
কলা—কাঁচা নয় পাকা, তাই হল্‌দে। এটাতেও আগের গুলোর মতো প্রথমে সবটা হলুদ রং মাখাও; তারপর হলুদ রংএর সঙ্গে একটু লাল রং মিশিয়ে রঙীন ছবি দেখে ঐ জায়গায় মাখিয়ে দাও। কাঠি-রংএর বেলায় হলুদ রংএর উপরই লাল রংটা একটু আল্‌গা করে বুলিয়ে দিলেই চলবে। এরপর সাদা রংএর কাজ শেষ করে তবে কালো দাগগুলো দেবে।
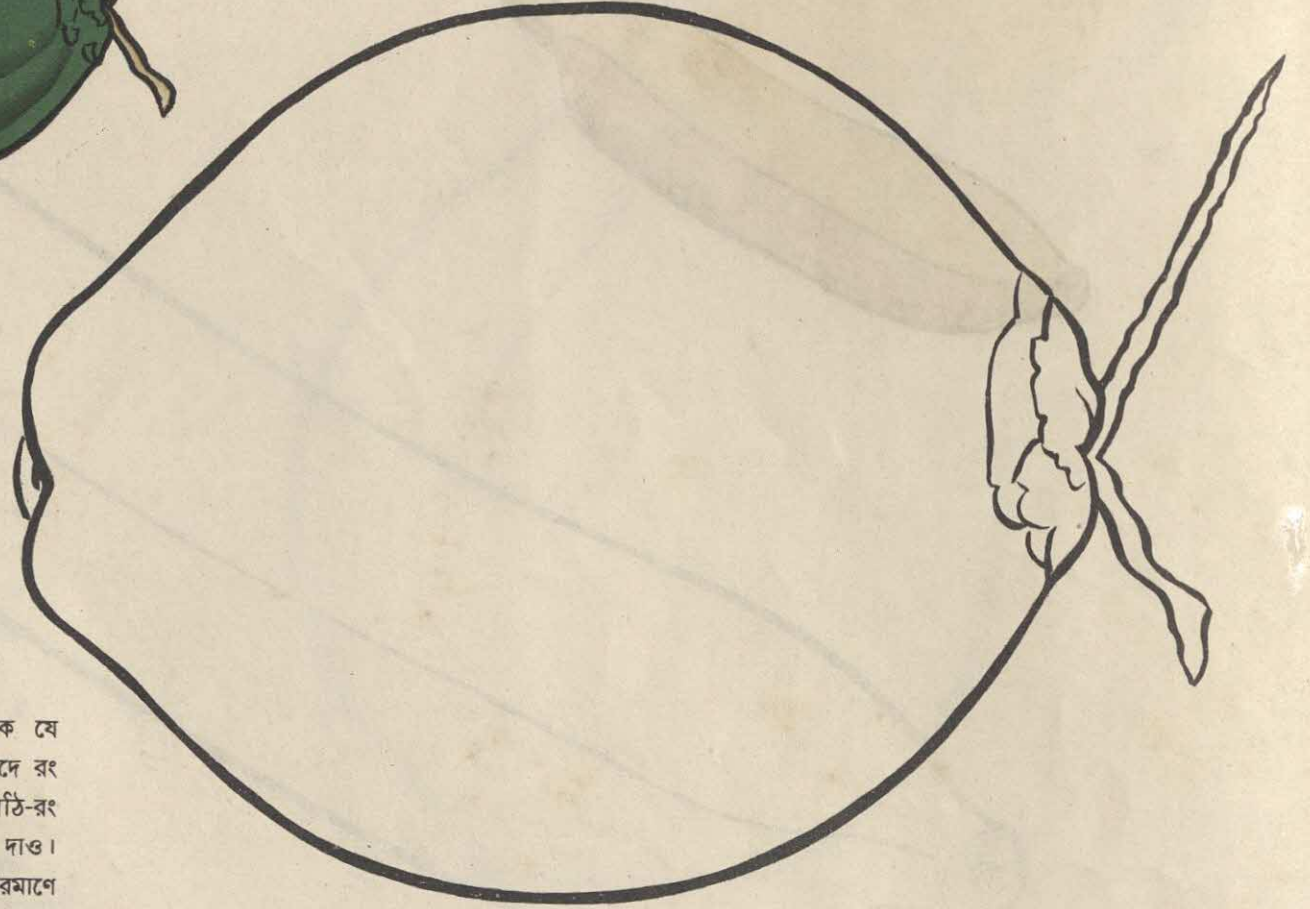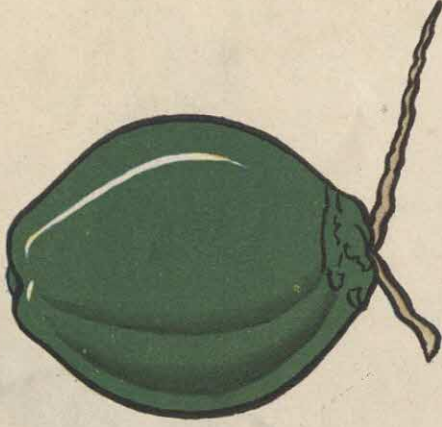
ডাব—তাই সবুজ। তবে, ডাবের মুখের দিকে যে ঢাকনি আছে সেটাতে সবুজ রংএর সঙ্গে একটু হলদে রং মিশিয়ে নিও, একটু ফিকে সবুজ হওয়া চাই। কাঠি-রং হলে হলদেটা জোরে আর নীলটা হালকা করে ঘষে দাও। জল-রং হলে হলদের সঙ্গে নীলটা একটু কম পরিমাণে মিশাও। আর ঢাকনির সঙ্গে যে বোঁটাটা আছে ওতে সবুজের সঙ্গে একটু লাল মিশিয়ে লাগাও, একটু খয়েরি রং হওয়া দরকার। এ ছাড়া সাদা আর কালো দাগ আগের মতো লাগাবে।

তাল—এর সারা গায়ে বেগ্নী রং দাও। বেগ্নী রং না থাকলে, কাঠি-রংএর বেলায় আগে লাল দিয়ে পরে নীল দেবে, আর জল-রং হলে আগে প্লেটে গ্লে নেবে রং দ্টো। ম্খের দিকের ঢাকনিতে ফিকে সব্জ দাও। তারপর রঙীন ছবি দেখে সাদা রং দিয়ে শেষে কালো দাগগ্লো দাও। তবে সাদা রং ব্যবহার না করে কাগজের সাদা ছেড়ে কাজ করবার চেষ্টা করো, সেটাই বেশী ভাল।
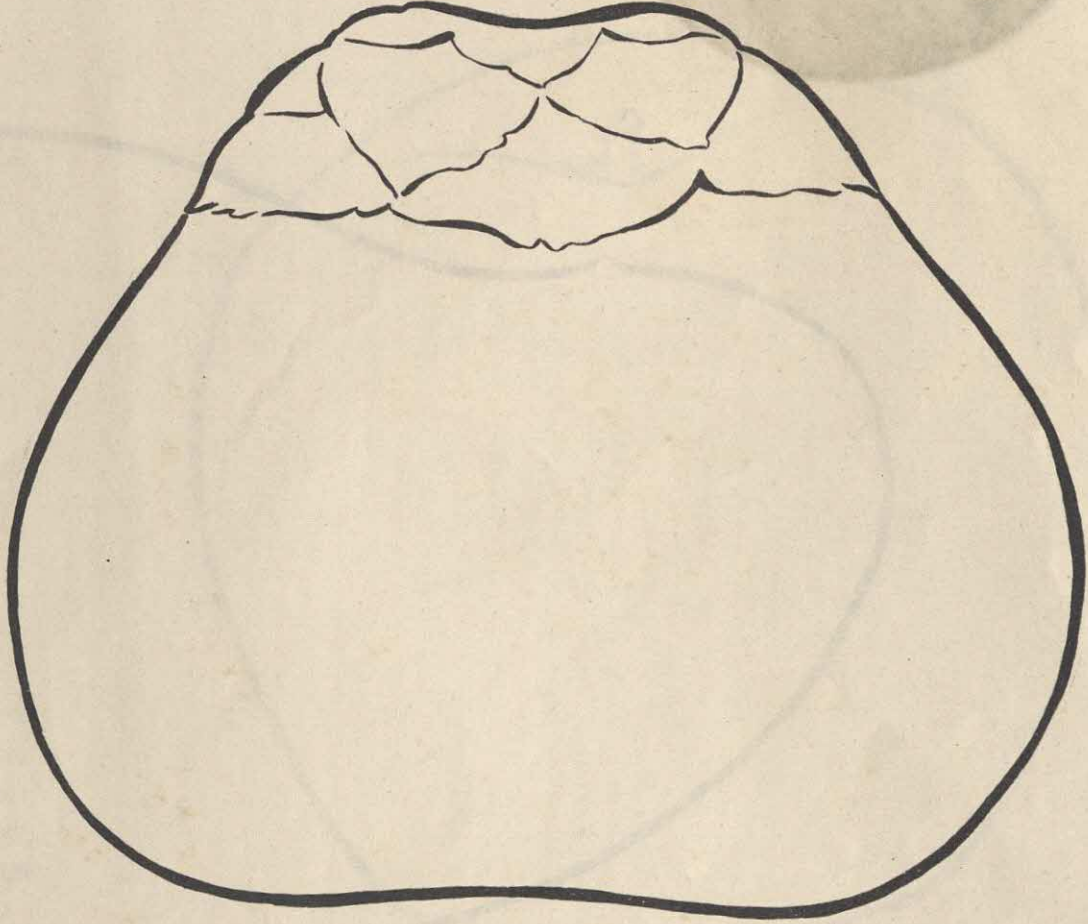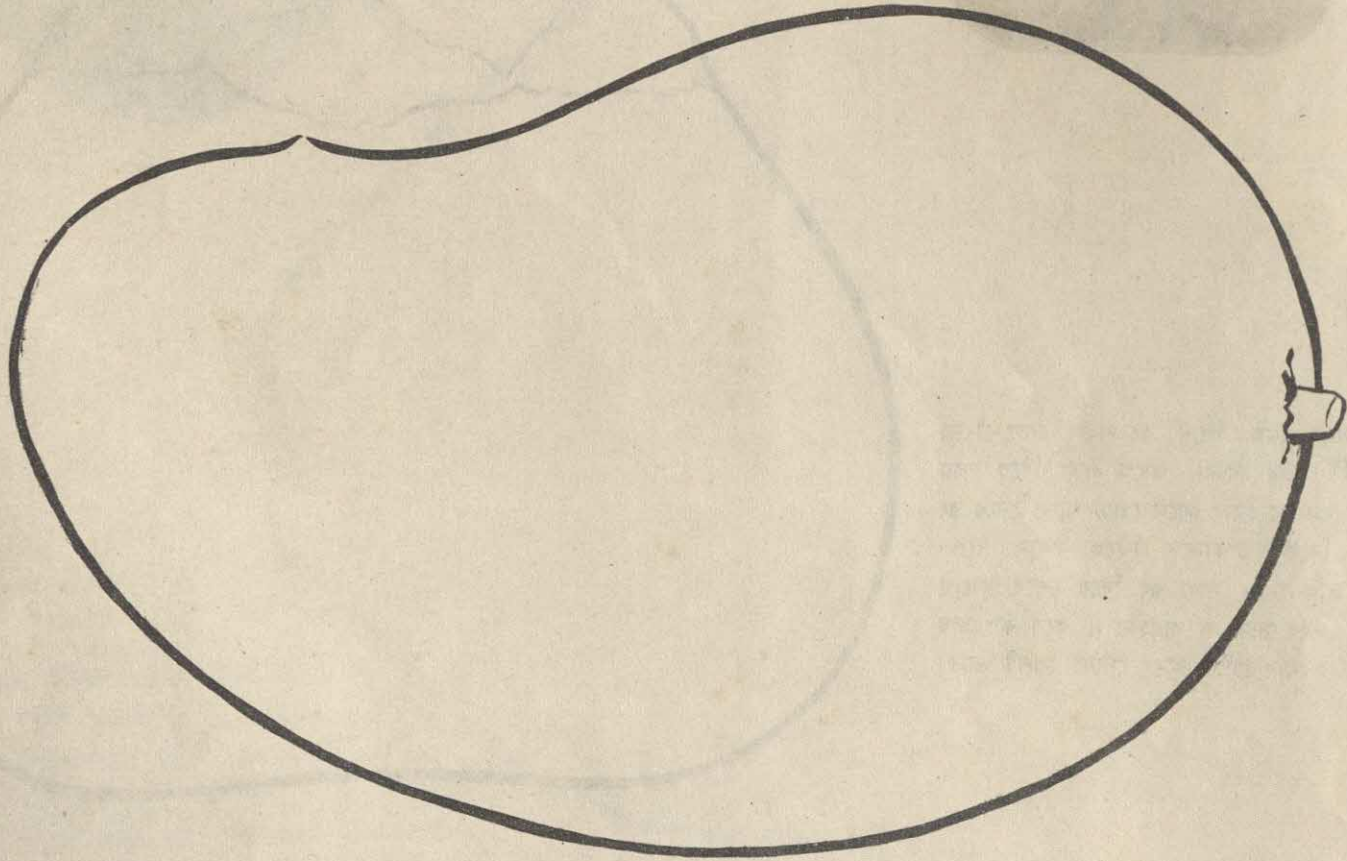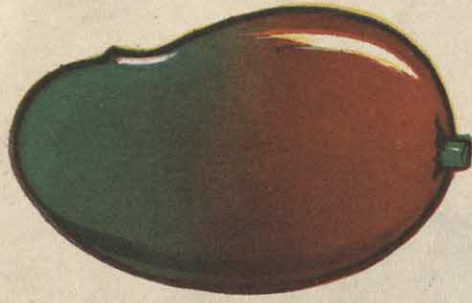
কি ফল তা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। রঙীন ছবিটা দেখে এর মুখের দিকে খানিকটা জায়গায় লাল রং মাখাও, বাকী সবটা ফিকে সবুজ দাও। লাল আর সবুজ যেখানে মিশেছে ওখানে শুক্‌নো তুলি দিয়ে একটু ঘষে দাও, দুটো রং মিশে যাবে, আলাদা মনে হবে না। এবার নিচের দিকে গাঢ় সবুজ আর ধারের দিকে সবুজের সঙ্গে একটু কালো মিশিয়ে লাগাও। বাদবাকী সাদা আর কালো দাগ শেষে যেমন দিতে হয়, তেমনি দিবে। বোঁটাটাও সবুজ হবে।
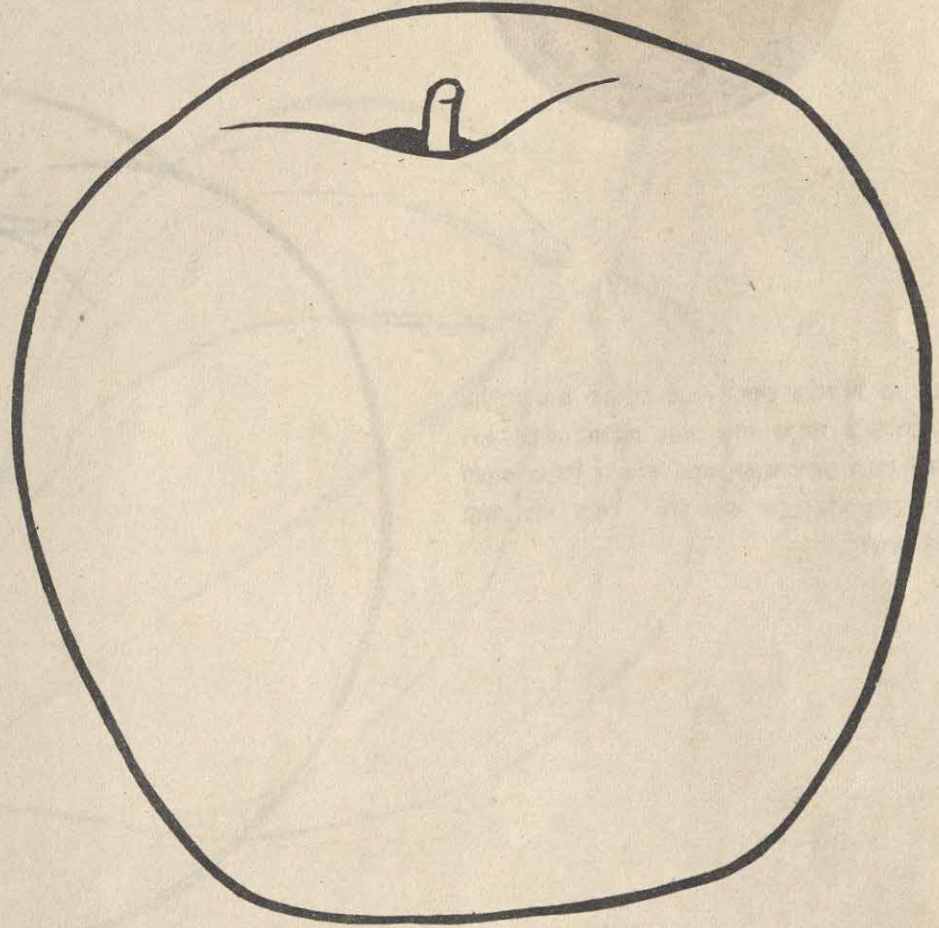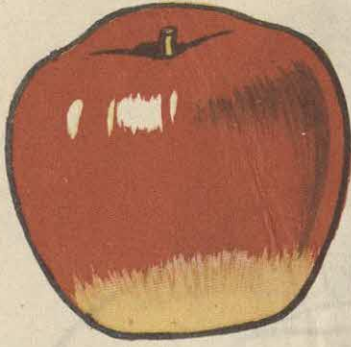
আপেল—প্রথমে সবটা হল্‌দে করে দাও। তারপর নিচের দিকে খানিকটা জায়গা বাদ রেখে বোঁটার দিক থেকে নিচের দিকে টেনে টেনে লাল রংটা লাগাও। জল-রং হলে খুব বেশী রং তুলিতে নিও না। একটু শুক্‌নো শুক্‌নো টানবে। তারপর রঙীন ছবিটা দেখে দেখে ফিকে কালো রং একপাশে একটু লাগিয়ে দাও।

টম্যাটো বা বিলিতি বেগুন—এর বোঁটায় আর বোঁটার গোড়ার পাপড়িতে সবুজ দাও, আর সমস্তটা লাল রং। রঙীন ছবিটা দেখে দেখে আধশুকনো তুলিতে ফিকে কালো নিয়ে ওর গায়ের খাঁজগুলো করে দাও। শেষে সাদা আর কালো দাগ দিও।
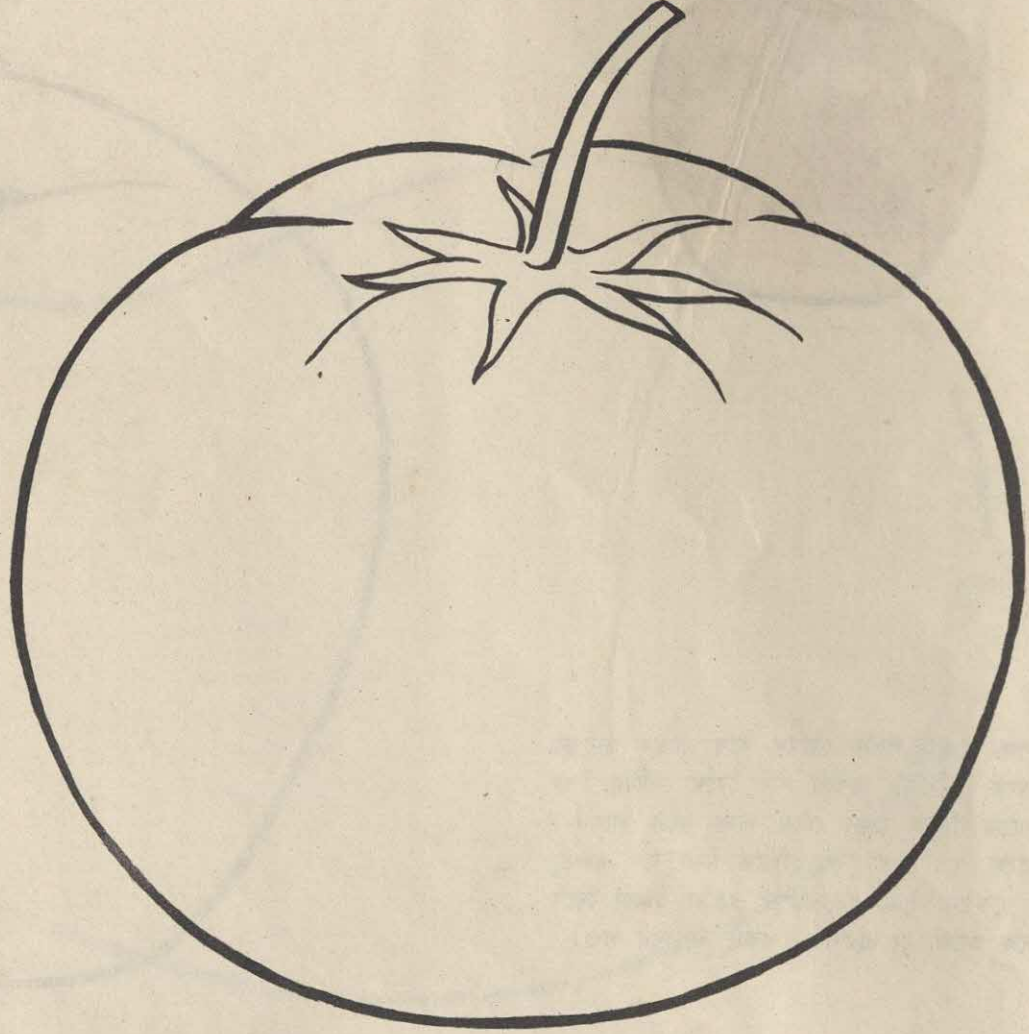
পান পাতা—রং করা খুব সহজ। আগাগোড়া সবুজ মাখাও, তারপর কালো দিয়ে বাইরের দাগ আর শিরাগুলো আঁকো, শেষে কয়েকটা শিরার মধ্যে সাদা দিয়ে দাও। রঙীন ছবিটা দেখে দেখে কোরো।
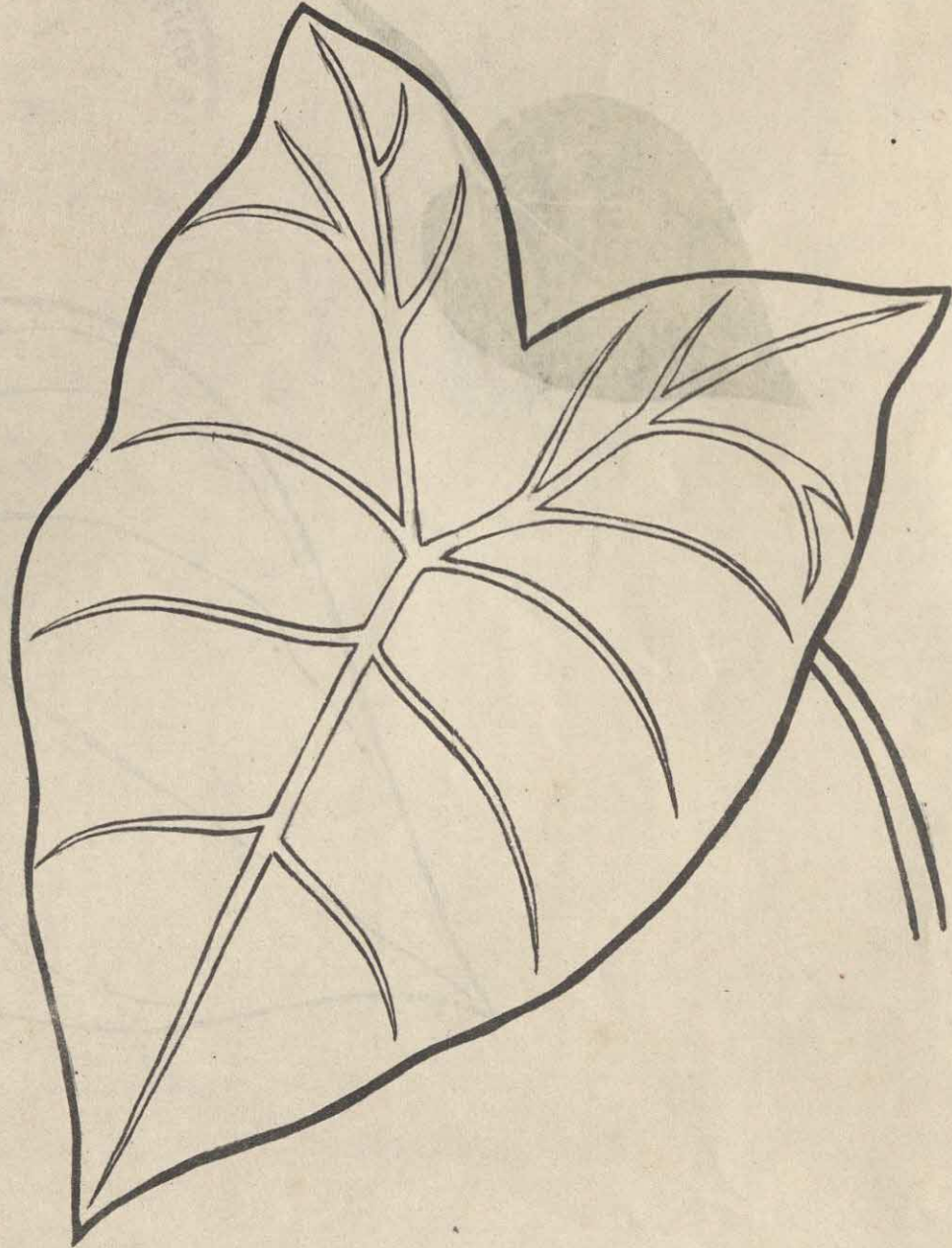
এক ধরনের রঙীন বাহারি কচু পাতা—এতে প্রথমে মাঝখানে খানিকটা হল্‌দে লাগাও তারপর ছবিতে যেমন আছে অমনি করে হল্‌দ জায়গা ছেড়ে ছেড়ে সবটা সবুজ করে দাও। এইটাতে কিন্তু সাদা রং শেষে নয়। এখনই লাগাতে হবে। শিরাগুলোতে আর লাল ফোঁটাগুলোর জায়গাতে সাদা দিয়ে পরে তার উপর লাল দিতে হবে। শিরার সাদার উপর ফিকে লাল দিও। আগে সাদা দিয়ে না নিলে সবুজের উপর লাল পড়ে কালচে খয়েরি হয়ে যাবে। কালো দাগগুলো সব শেষে দেবে।
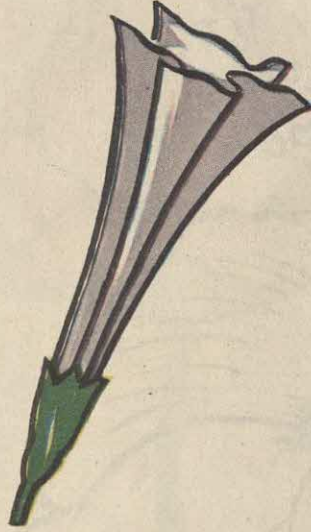
ধুতুরা ফুল—এর বোঁটা আর ছদে সবুজ রং দাও আর লম্বা লম্বা পাপড়িতে দাও ফিকে বেগুনী। বেগুনী রং থাকলে হালকা করে দাও। আর যদি না থাকে তাহলে লাল আর নীল দুটোই অল্প করে মিশিয়ে নাও। কাঠি-রং হলে দুটোই আল্‌গা করে ঘষবে। সাদা আর কালোর কাজ যথারীতি শেষে করবে।

ঝুমকো জবা—এর বোঁটায় আর ছদে সবুজ, পাপড়িতে লাল আর মাঝের শিষের গায়ে রেণুর পুঁটুলিতে হলুদে দাও। সব সময় মনে রেখো দুটো রংএ মিশে অন্য আর একটি রং হয়, কাজেই যদি মিশান রং না চাও তাহলে একটা রং লাগানোর পরে আর একটা রং দেবার সময় তুলিটি ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
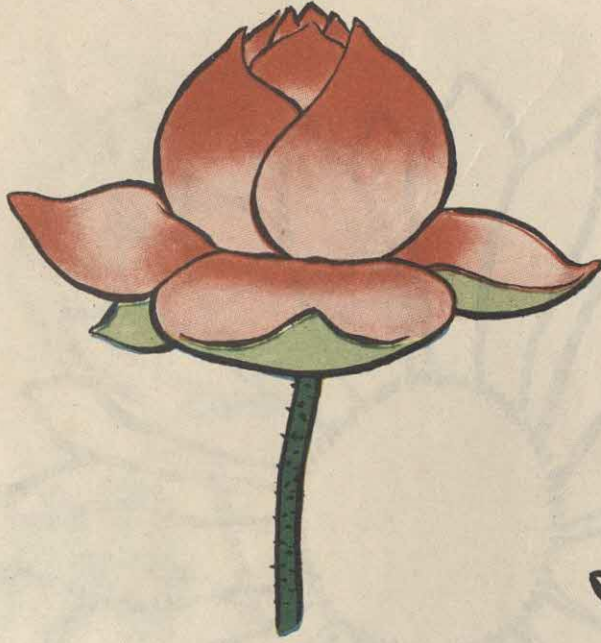
পদ্মফুল—রঙীন ছবিটা দেখে দেখে পাপড়ির উল্টো পিঠগুলোতে খুব ফিকে সবুজ দেবে। আর পাপড়ির সোজা পিঠে ডগার দিকে হালকা করে একটুখানি লাল রং দিয়ে পরিষ্কার জলে ধোয়া তুলি দিয়ে নিচের দিকে টেনে মুছে নেবে তাহলেই রঙীন ছবিটার মত হবে। লাল রংটুকু ভিজে থাকতে থাকতে অমনি করতে হবে। শেষে কালো দাগ দেবে। বোঁটাটা গাঢ় সবুজ হবে।
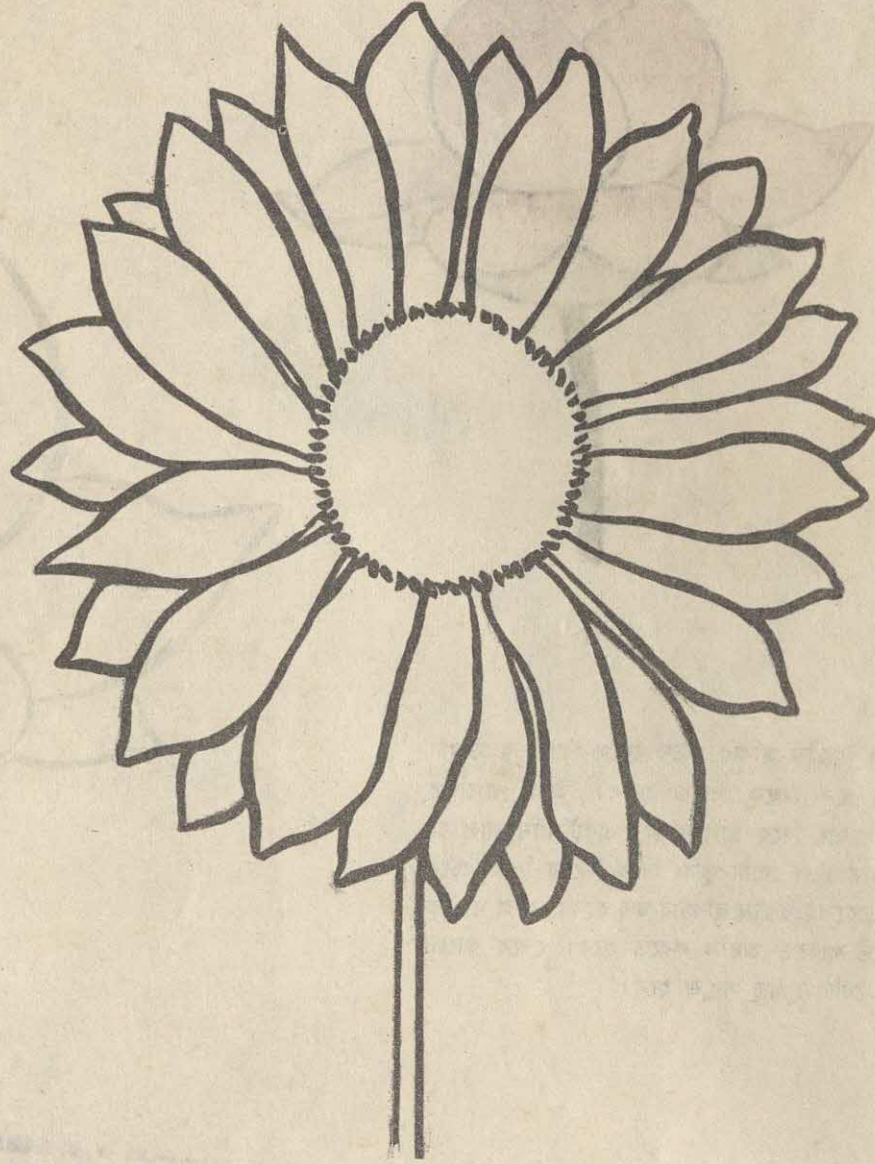
সূর্যমুখী—এর বোঁটা সবুজ আর মাঝখানের কেশর গুলো বেগুনী দিয়ে আঁকবে। কেশরের একপাশে একটু ফিকে কালো দিয়ো। পাপড়িগুলোতে হল্‌দে দেবে, শুকিয়ে গেলে হলুদের সঙ্গে একটু লাল মিশিয়ে রঙীন ছবির মতো জায়গায় জায়গায় দেবে, এতে পাপড়িগুলো উঁচুনিচু মনে হবে। সাদা আর কালো দেবে শেষে।
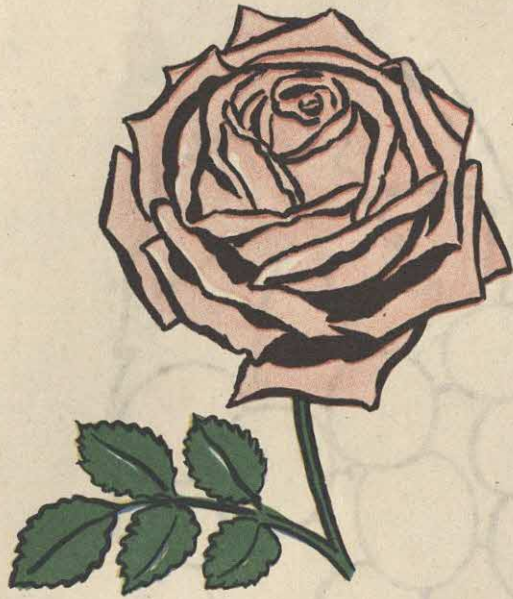
নিশ্চয় চেনো, গোলাপ ফুল। এর পাতায় প্রথমে সবটাই ফিকে সবুজে ঢেকে দিয়ে শুকিয়ে গেলে শিরার এক পাশে গাঢ় সবুজ দেবে, আর শিরার অন্য দিকে সরু করে একটু সাদা দেবে। বোঁটাও সবুজ হবে। পাপড়ি-গুলোতে ফিকে লাল রং লাগাও। শুকিয়ে গেলে রঙীন ছবিটা দেখে দেখে সাদা আর কালো দাও। কালো রংটা জায়গায় জায়গায় চওড়া করে দিলে পাপড়িগুলো উঁচু উঁচু মনে হবে।
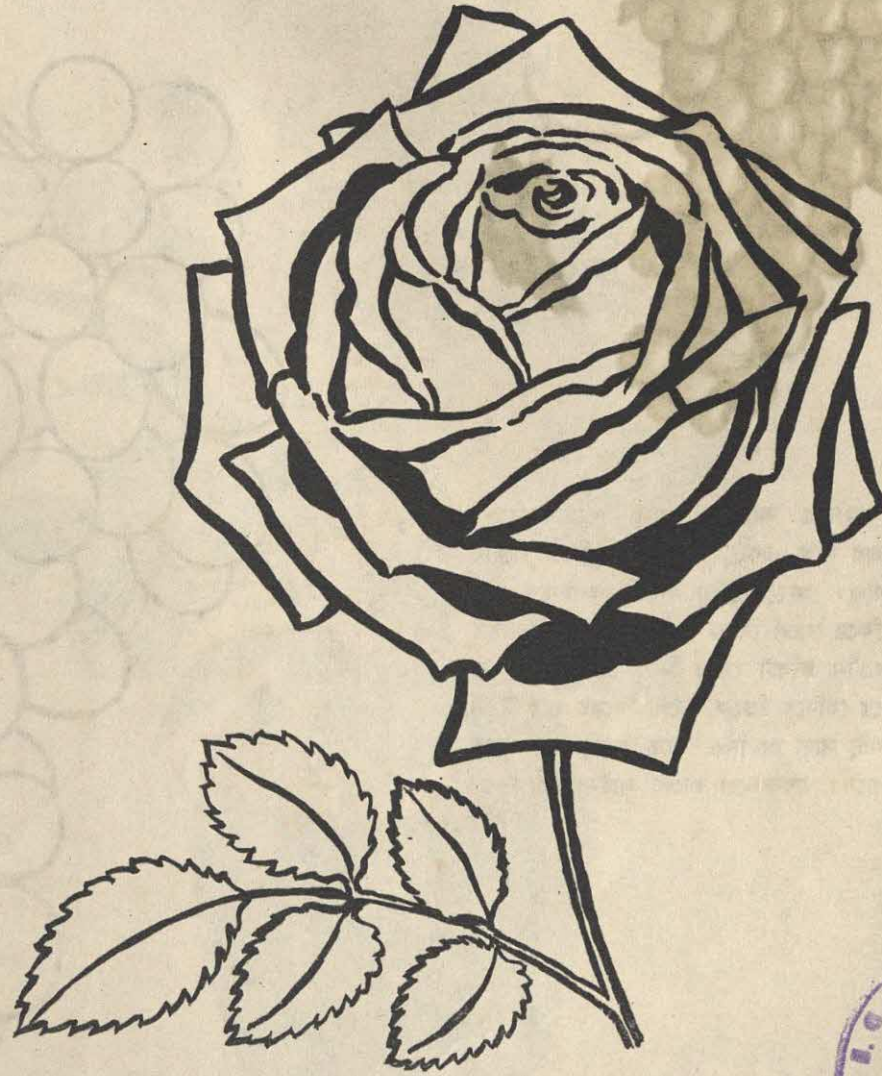
এ হচ্ছে একগুচ্ছ **আঙুর**। পাতা দুটো সবুজ। ডালটাতে সবুজের সঙ্গে একটু লাল রং মিশিয়ে খয়েরি তৈরী করে লাগাও। আঙুরগুলো সব ফিকে সবুজ করে দাও। পরে শুকিয়ে গেলে ফিকে কালো জায়গায় জায়গায় দিয়ে দিও। রঙীন ছবিটা দেখে নিও কোথায় কোথায় দিতে হবে। পরে যেদিকে ফিকে কালো দিয়েছ তার উল্টো দিকে একটু একটু সাদা রং দিও. এতে আঙুরগুলো বেশ গোল গোল দেখাবে। শেষকালে কালো লাইনগুলো দিও।
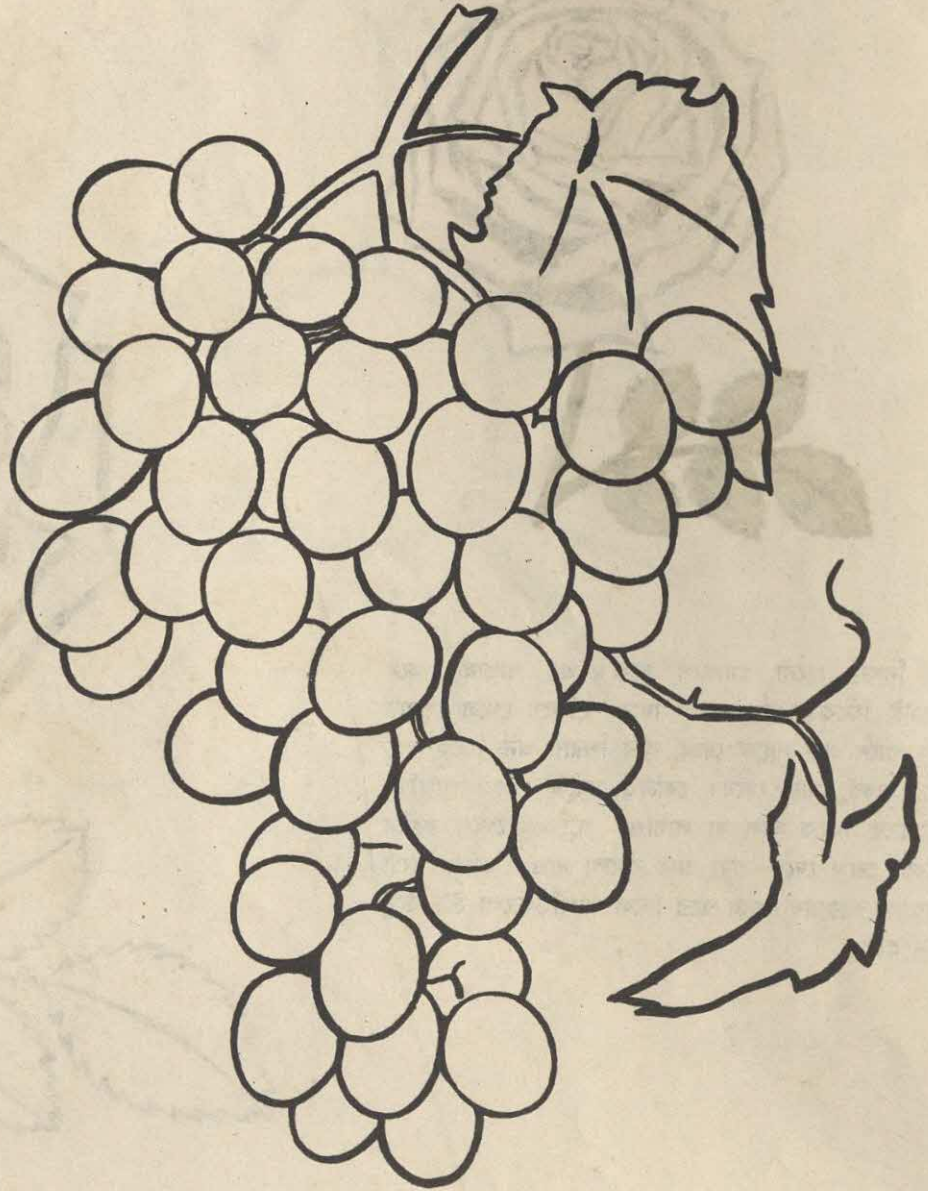
এখানে একটা ফুলদানিতে কয়েকরকম ফুল আর পাতা সাজানো রয়েছে, দূরে একটা প্রজাপতি। সবগুলোতেই রং করা হয়েছে। তোমরা অন্য কাগজে এগুলোকে পেন্সিল দিয়ে ছেপে নিয়ে দেখে দেখে রং দেবে। কি করে রং দেবে, এটার বেলায় আর বলে দেবনা কিন্তু। দেখ ঠিক হয় যেন।

ছবি-আঁকা

প্রায় সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরই পেন্‌সিল, খড়ি, কাঠ কয়লা কিংবা যা হোক একটা কিছু নিয়ে হিজিবিজি কাটার অভ্যাস থাকে। কখনো কখনো দেখা যায়, মাথার তেলে কাগজ ঘষে তার সাহায্যে তারা অন্য ছবিকে নকল বা trace করতে চেষ্টা করছে। এই অভ্যাসগুলোকে সব সময় আমরা যে প্রশ্রয় দিই তা নয়—বহুক্ষেত্রেই তাদের এই স্পৃহাকে আমরা নোংরামি নাম দিয়ে দমন করতে চাই। এর ফলে কত মহৎ শিল্পীর সম্ভাবনাকে আমরা অঙ্কুরেই বিনাশ করে ফেলি, তা হয়তো সর্বদা বুঝতেও পারি না। সুতরাং হিজিবিজি আঁকার বা trace করার এই অভ্যাসটিকে নির্বিচারে দমন করা কখনই উচিত নয়। উপযুক্ত উৎসাহ এবং নির্দেশ পেলে শৈশবের এই এলোমেলো চেষ্টাগুলোই হয়তো পরিণত জীবনে সার্থক শিল্পীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সম্ভব করে তুলবে।

ছবি আঁকার ঝোঁক থাকলেই যে একেবারে ছেলেবেলাতেই পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত প্রতিলিপি শিশুর হাত দিয়ে বেরিয়ে আসবে এ আশা অন্যায়। শুধু তাই নয়—পূর্ণ চিত্র আঁকবার জন্য শিশুর ওপর চাপ দেওয়াও অত্যন্ত ক্ষতিকর। মনে রাখা দরকার—পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসকেই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে এবং স্বল্প উপকরণে প্রকাশ করা চলে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি থেকে মাত্র কয়েকটি রেখা বাছাই করে নিয়ে তার সাহায্যেই উক্ত বস্তুটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটিয়ে তোলা যায়। শিশুর অপরিণত মন এবং হাতকে স্বাধীনতা দিয়ে, তার হিজিবিজি ধারার মধ্যেই এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত চিত্রণ খুব সহজেই শেখানো যেতে পারে। ইয়োরোপের প্রায় প্রতিটি ছেলেমেয়েই এই উপায়ে নিতান্ত শিশুকালেই মোটামুটি বহিরঙ্গ চিত্রণ বা outline drawing-এর শিক্ষা পায়।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত অঙ্কন-রীতি যে পূর্ণাঙ্গ চিত্রসৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে তা নয়। নিখুঁত outline যেদিন শিশুর হাত দিয়ে বেরিয়ে আসবে, সেদিন পূর্ণাবয়ব চিত্রসৃষ্টি তার পক্ষে আর কিছুমাত্র কঠিন নয়। মাত্র কয়েকটি রেখার সাহায্যে কোনো বস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে পারে, সে অনায়াসে একটি নির্ভুল পূর্ণচিত্রও আঁকতে পারে।

আর একটি কথা। রঙের প্রতি আকর্ষণ শিশু মনের সহজাত প্রবৃত্তি। এজন্য প্রথম থেকেই কিছু কিছু রঙ্ তাদের ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত। হয়তো সে লাল রঙের পাতা আর নীল রঙের মানুষ এঁকে বসতে পারে। কিন্তু রঙের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাভাবিক বর্ণচেতনা বা colour sense আপনিই বিকশিত হয়ে উঠবে।

— প্রকাশক —
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
— মুদ্রাকর —
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা-৯
— পরিবেশক —
ইন্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোঃ
৬৫/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারী ৫৩—৫,০০০
২য়—১৫শ—১,৯০,৫০০
১৬শ মুদ্রণ—মে ১৯৭৮—১০,০০০
মূল্য : তিন টাকা